উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে কার্য্য উল্লেখ করা হয়, তাহাকে চতুর্থপ্রকার অতিশয় উক্তি অলঙ্কার বলে। এস্থলে যদ্যপি সংসারক্ষয়প্রাপ্তির মূল কারণ সাধুসঙ্গ, আর সংসারক্ষয়টি তাহার কার্য্য হইলেও সাধুসঙ্গ এত সত্বর সংসারক্ষয় করিয়া দেয়, যাহাতে বুঝিতে পারা যায় না—পূর্ব্বে সাধু-সঙ্গই হইল, না পূর্ব্বে সংসারক্ষয় হইল ? এই অভিপ্রায়েই পূর্ব্বে সংসারক্ষয়ের কথা উল্লেখ করিয়া পরে সাধুসঙ্গের কথা বলিয়াছেন। আরও এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—সংসারক্ষয়টি সাধুসঙ্গের মুখ্য কার্য নহে, এইটি আনুষাঙ্গিক বা অবান্তর কার্য্য। কিন্তু সাধুসঙ্গের মুখ্য কার্য্য শ্রীহরিচরণে প্রীতির আবির্ভাব করিয়া দেওয়া। যেমন, পাকাদি কার্য্য নিষ্পত্তি করিবার জন্য চুল্লীতে অগ্নি প্রজ্বালন করিলে আনুষঙ্গিকভাবে গৃহগত অন্ধকার, ভয়, শীত, প্রভৃতি নিবৃত্তি হয় এবং গৃহগত বস্তুসকল প্রকাশ পায়। এই সমুদয় কার্য্য যেমন চুল্লীতে অগ্নি প্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু পাকাদিকার্য্যনিষ্পত্তিই পাচকের মুখ্য উদ্দেশ্য ; তেমনি সংসারনিবৃত্তি প্রভৃতি সাধুসঙ্গের মুখ্য কার্য্য নহে, শ্রীহরিচরণে রতির আবির্ভাবই মুখ্য কার্য্য। সংসারনিবৃত্তি প্রভৃতি সাধুসঙ্গের গৌণ বা আনুষঙ্গিক কার্য্য। এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বে সংসারক্ষয়ের কথা উল্লেখ করিয়া পরে সাধুসঙ্গের কথা বর্ণন করিয়াছেন। যদি পূর্ব্বে সাধুসঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া পরে সংসারক্ষয়ের কথা উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে সংসারক্ষয়টি সাধুসঙ্গের মুখ্য কার্য্য বলিয়া বুঝাইত। এস্থানে তত্ত্ব-দৃষ্টিতে বুঝিবার বিষয় এই যে—জড়ীয়বস্তুর সহিত রচিত মানসসম্বন্ধের নাম সংসার ; সেই সম্বন্ধের ধ্বংসাভাবের নাম সংসারক্ষয়। সেই সংসারক্ষয়টি অন্ধকারস্থানীয়, আর সাধুসঙ্গটি সূর্য্যস্থানীয়। অতএব, সূর্য্য উদয়ের সমকালেই যেমন অন্ধকারনিবৃত্তি হইয়া থাকে, তেমনি সাধুসঙ্গরূপ সূর্য্যদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানান্ধকাররূপ সংসারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। চতুর্থ প্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের উল্লেখ করিবার হেতু—যখনই সৎসঙ্গ হইবে, তাহার মুখ্যকার্য্যরূপ শ্রীহরিচরণে রতিটিরও তখনই আবির্ভাব হইবে। এই অভিপ্রায়ে মূলশ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে—"সৎসঙ্গমো যর্হি তদেব সদ্‌গতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ" অর্থাৎ যখনই সৎসঙ্গম হইবে, তখনই পরাবরেশ তোমাতে রতির আবির্ভাব হইবে। এইরূপ উল্লেখের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে—ভগবদ্বিমুখতারূপ অনাদিসিদ্ধ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের প্রাগভাব ধ্বংস হইয়া ভগবৎসাম্মুখ্যকর ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকে।

অর্থাৎ যখন সাধুসঙ্গ হইবে, তখনই ভগবদ্বৈমুখ্যদোষ নিবৃত্তি হইয়া